ইউক্রেন-রাশিয়া সংঘাতে নতুন মোড়, রাশিয়ার রেকর্ড হামলা

সংগৃহীত ছবি

ইউক্রেনের ওপর রাশিয়া চালিয়েছে যুদ্ধের সর্ববৃহৎ বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, যা গত তিন বছরে দেখা সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক আকাশ-আঘাত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

আজ ২৯ জুন স্থানীয় সময় রাতভর এই হামলায় রাশিয়া প্রায় ৫৩৭টি ড্রোন ও মিসাইল ছুঁড়ে দেয় ইউক্রেনের বিভিন্ন অঞ্চলে। হামলার লক্ষ্য ছিল সামরিক ও শিল্প স্থাপনাসহ আবাসিক এলাকা, যার ফলে প্রাণ হারিয়েছেন কমপক্ষে ৯ জন বেসামরিক নাগরিক, যাদের মধ্যে একজন শিশুও রয়েছে। আহত হয়েছেন আরও অন্তত ১২ জন।

ইউক্রেনীয় বিমানবাহিনী দাবি করেছে, তারা ৪৭৫টি লক্ষ্যবস্তু সফলভাবে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছে। এ হামলায় সবচেয়ে বড় আত্মত্যাগের নজির রেখেছেন ইউক্রেনীয় এয়ার ফোর্সের লেফটেন্যান্ট কর্নেল ম্যাক্সিম উসটিমেনকো, যিনি একটি F-16 যুদ্ধবিমান চালিয়ে একাই সাতটি রুশ ড্রোন ধ্বংস করেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে একটি ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে তার বিমান বিধ্বস্ত হয় এবং তিনি শহীদ হন। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি তাকে "আসল নায়ক" হিসেবে আখ্যা দেন।

হামলার পর ইউক্রেনের পশ্চিম সীমান্তবর্তী দেশগুলো, বিশেষ করে পোল্যান্ড, নিজেদের আকাশসীমায় সতর্কতা জারি করেছে। ইউক্রেন সরকার এই আক্রমণকে "পুরো জাতির বিরুদ্ধে চালানো সন্ত্রাস" হিসেবে উল্লেখ করে, পশ্চিমা মিত্রদের কাছ থেকে আরও উন্নত আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা—বিশেষ করে প্যাট্রিয়ট সিস্টেম—চেয়েছে।

রুশ এ আক্রমণ কেবল ইউক্রেনের অবকাঠামো ও সামরিক প্রস্তুতি নয়, বরং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার ওপরও একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।